৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ৪ ভাদ্র – ১০ ভাদ্র, ১৪২৮ ঃ ২১ আগস্ট – ২৭ আগস্ট, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 43, 21 AUGUST - 27 AUGUST, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পুরনো গাড়ি বাতিলের নীতি গত মার্চে ঘোষণা

করেছিলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ি। এবার সেই ভাঙা গাড়ি বাণিজ্যের নতুন দরজা খুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রের বিধি মেনে সরকারি স্ক্র্যাপিং কেন্দ্রে গাড়ি বাতিল করলে মিলবে একাধিক সুবিধা।

রবিবার : কলকাতা পুরসভার প্রবীণ অসুস্থ নাগরিকদের বাড়িতে

গিয়ে টিকাকরণের প্রস্তাব বাতিল করেছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা। এবার নতুন উদ্যোগে সেই টিকাই দেওয়া হবে গৃহ চিকিৎসকের উপস্থিতিতে। সন্ধ্যায় পুরচিকিৎসক টিকা দিয়ে পর্যবেক্ষণে রাখবেন আধ ঘন্টা।

সোমবার : ভারতের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে আফগানিস্তান

দখল করে নিল তালিবান গোষ্ঠী। বর্তমান প্রেসিডেন্ট আশরফ গণি দেশ ছেড়েছেন সবার অজান্তে। তালিবানি অত্যাচারের ভয়ে সাধারণ মানুষও দেশ ছাড়তে মরিয়া। প্লেনে উঠতে ঠেলাঠেলি। চাকায় পিষ্ঠ হয়ে এবং পড়ে মারা গেলেন বেশ কয়েকজন।

মঙ্গলবার : বাড়ির নকশা অনুমোদন, ট্রেড লাইসেন্স ও

মিউটেশন পুরোটাই অনলাইনে করতে এক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র এবং পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এর ফলে যেমন রাজ্যের রাজস্ব বাড়বে তেমনি দৌরাত্ম কমবে দালালরাজের।

বুধবার : কয়লা পাচার কাণ্ডে দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ

আদালতে প্রথম চার্জশিট পেশ করল এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। চার্জশিটে বিনয় মিশ্র, বিকাশ মিশ্র, বাঁকুড়া থানার আইসি অশোক মিশ্র সহ বহু পুলিশ কর্মীর নাম রয়েছে বলে ইডি সূত্রে জানানো হয়েছে। তদন্তের পর দাখিল হবে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট।

বৃহস্পতিবার : আর বিলম্ব নয়। পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে

আগামী বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অফলাইনেই করতে চান সংসদের নবনিযুক্ত সভাপতি চিরঞ্জিত ভট্টাচার্য। তবে আইএসসি ও সিবিএসই বোর্ডের মতো দুই সেমিস্টারের পরীক্ষা নিতে আরও একটা বছর লাগবে।

শুক্রবার : পশ্চিমবঙ্গ ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্তভার সিবিআইকে দিল সুপ্রিম কোর্ট। হাইকোর্টের নজরদারিতে চলবে তদন্ত। গঠন করা হয়েছে সিট। তদন্ত বন্ধ করতে রাজ্য সরকারের আবেদন বাতিল করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

শিকেয় কোভিড স্বাস্থ্যবিধি

দুয়ারে সরকার প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ গত ১৬ আগস্ট থেকে রাজ্য জুড়ে দুয়ারে সরকার প্রকল্প দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর মাস্টারস্ট্রোক ছিল এই দুয়ারে সরকার প্রকল্প। তখন হিট করেছিল সকলের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেন। নির্বাচনের সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মহিলাদের মাসিক হাত খরচের জন্য ৫০০ ও ১০০০ টাকা করে দেবেন। সেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প এবার সুপারহিট। প্রথমদিন থেকেই ভোর রাত থেকে হাজার হাজার মহিলা দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে হাজির হচ্ছেন বেশ কিছু জায়গায় ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হবার ঘটনাও ঘটছে। ভিড় সামলাতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সকলেই প্রথম দিনেই নাম নথিভুক্ত করতে চান। যদিও এখনও রাজ্যে করোনার যথেষ্ট প্রভাব আছে। আছে কোভিড স্বাস্থ্যবিধির নিয়মকানুন। কিন্তু ভিড়ের চাপে কোভিড স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে– এমনও অভিযোগ আসছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন চিন্তিত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী জেলাশাসকদের বলেছেন বুথে বুথে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের ক্যাম্প করা যায় কিনা খতিয়ে দেখতে। তবে জেলার জনপ্রতিনিধিরা বলছেন, আপাতত প্রতিটি অঞ্চলে তিনটি করে ক্যাম্পের তারিখ দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর আরও কয়েকটি দিনও বরাদ্দ হবে দুয়ারে সরকারের জন্য। সুতরাং এত তাড়াহুড়োর কোনও দরকার নেই। গত ১৬ আগস্ট সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পেও হাজার হাজার মহিলা ভিড় জমান। উপ প্রধান মলয় সাঁতরা বলেন, আগামী ক্যাম্প থেকে আমরা কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মানার ব্যাপারে আরও কড়া পদক্ষেপ নেব। স্যানিটাইজার এবং মাস্ক রাখারও ব্যবস্থা করা হবে।

অবৈধ প্রোমোটিংয়ের রমরমা বাড়ছে

কল্যাণ রায়চৌধুরী : আশির দশকের প্রায় মাঝামাঝি প্রশাসনিক কাজকর্মের সুবিধার্থে বৃহত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। একটিকে করা হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ও অন্যটিকে করা হয় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা। অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার জেলা সদর আলিপুর থেকে যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা সদর হিসেবে। আর উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা সদর হিসেবে নির্বাচিত করা হয় বারাসতকে। এবং তারপর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বারাসতকে জেলা সদর হিসেবে ঢেলে সাজানো হয়। জেলা সদর হবার পরে বারাসতের গুরুত্ব যেমন বাড়ে, তেমনই দ্রুত হারে বাড়তে থাকে এই শহরের জনসংখ্যাও। গ্রামগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মানুষের চাপ বাড়তে থাকে এই নবগঠিত জেলা শহরে। এর ফলে এই জেলা শহরে বাসস্থান নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। রাজ্যে বামফ্রন্ট তখন দ্বিতীয় টার্মে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় সে সময়েই সূচনা হয় প্রোমোটিং–এর। যার আধুনিক নামকরণ হয় আবাসন শিল্প। বারাসত শহর লাগোয়া মধ্যমগ্রাম তখনও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। নব্বুই–এর দশকের মাঝামাঝি পুরসভায় রূপান্তরিত হয় মধ্যমগ্রাম। প্রোমোটিংয়ের জন্মলগ্ন থেকেই অনিয়মের সূত্রপাত হয় বলে পুর নাগরিকদের একাংশের অভিযোগ। নবগঠিত উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় আশির দশকের প্রায় মাঝামাঝি থেকেই প্রথম আবাসন শিল্পের সূচনা হয় জেলা শহর বারাসতে। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে জেলার অন্যান্য শহরেও।

বারাসত সহ এই সমস্ত শহরের যারা দীর্ঘদিনের বাসিন্দা এমন অনেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারীদের নামে তাদের পৈতৃক সম্পত্তির নাম পত্তন হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সীমানা নির্ধারণের প্রক্রিয়া এখনও অনেকেই করে উঠতে পারেননি নানা কারণে। অনেকে আবার শরিকি গোলমালের সুযোগ নিয়ে নিজের অংশটা সরাসরি বিক্রি করে দিচ্ছেন প্রোমোটারদের। কিন্তু যে সমস্ত প্রোমোটার এইসব সম্পত্তি কিনছেন, তারা সেগুলি কিভাবে মিউটেশন করিয়ে ফেলছে পুরসভা থেকে, তা নিয়ে প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে স্থানীয় জনমানসে। আবার কিছু কিছু বর্ধিষ্ণু এলাকার পুরনো বাসিন্দা, যারা কয়েক ঘর এখনও ভিটে আঁকড়ে টিকে রয়েছেন, তাদেরই একাংশের অভিযোগ, শহরের সুযোগ সুবিধা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে উচ্চ, মধ্য, নিম্ন এলাকা ভিত্তিতে যেখানে জায়গার বর্গফুট মূল্যের ব্যাপক পার্থক্য ঘটে, সেখানে শহরের সর্বত্র ফাইনের হার কিভাবে এক হয়।

এরপর তিনের পাতায়

৭৫তম স্বাধীনতার পূণ্য প্রভাতে

সূচনা হল বিপ্লবী তর্পণের

ওঙ্কার মিত্র : কোভিড বিধি সহ নানা প্রশাসনিক বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে ঐতিহাসিক আলিপুর জজ কোর্টে গত ১৫ আগস্ট ভারতের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে শিলান্যাস হল শ্রীঅরবিন্দ মিউজিয়াম নামে স্মরণীয় বিচার সংগ্রহালয়ের। শিলান্যাস করেন কলকাতা হাইকোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি (অ্যাক্টিং) রাজেশ বিন্দাল। এছাড়াও অতিথি হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও সৌগত ভট্টাচার্য। ভার্চুয়াল মাধ্যমে উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল কলকাতা ও বোম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সকলের শ্রদ্ধেয় চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের। দর্শকাসনে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিচারপতি ও আইনজীবীরা।

স্মরণীয় সংগ্রহশালায় ঐতিহাসিক নথি দর্শন অতিথিদের

আদি গঙ্গার অদূরে অবস্থিত বিপ্লবীতীর্থ আলিপুর জজকোর্টের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিচার বিভাগের এই উদ্যোগ প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনতা দিবসের বিপ্লবী তর্পণ। ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু বাংলা তথা কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধের বিপ্লবীদের নিয়ে নীবিড় গবেষণার তেমন কোনও জায়গা আজও সেভাবে তৈরি হয় নি যেখানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যাবতীয় নথি একত্র করে রাখা আছে। সেই শূন্যস্থান পূরণের বীজটিই এদিন রোপিত হল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির হাত দিয়ে। অনুষ্ঠানে বিচারপতি বিন্দাল বলেন এই ঐতিহাসিক আদালতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন নথি, সেগুলি যেমন এক জায়গায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রক্ষিত হবে তেমনই অন্যান্য আদালত থেকে নিয়ে আসা হবে সেখানে পড়ে থাকা নথিসমূহ। এই সংগ্রহালয়ে থাকবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণার জন্য কম্প্যুটারাইজড রিডিং রুম সহ সব রকম সুযোগ সুবিধা। স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্‌যাপনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই উদ্যোগ যে ইতিহাসের একটি মাইল ফলক তাতে সন্দেহ নেই।

বিচারবিভাগকে ধন্যবাদ আলিপুর জজ কোর্টকে এহেন সংগ্রহালয় গড়ার জায়গা হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য। কারণ এই আদালত চত্বর অসংখ্য বিপ্লবীদের চরণধূলিতে পূণ্য। শুধু তাই নয় এখানেই অধিকাংশ মানুষের অগোচরে বহুদিন ধরে সংগ্রহালয় হিসাবে রক্ষিত হয়ে আছে সেই আদালত কক্ষ, সেই কাঠগড়া, লকআপ যেখানে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার হয়েছিল অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত সহ ৩৭ জন বিপ্লবীর। বিপ্লবীদের হয়ে মামলা লড়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন বারীন্দ্র ও উল্লাসকরকে, মুক্তি এনেছিলেন অরবিন্দের জন্য।

এরপর তিনের পাতায়

অফিসার সেজে টাকা হাতিয়ে চম্পট

সুভাষ চন্দ্র দাশ : বিভিন্ন সময়ে ভুয়ো আইপিএস, আইএএস, কলকাতা পুলিশ, সিআইডি সহ অন্যান্য আধিকারিক সেজে প্রতারণা করার ছক করে চলেছে প্রতারকরা। পুলিশের হাতে ধরাও পড়ছে ওই সমস্ত ভুয়ো আধিকারিকরাও। এবার শুক্র দফতরের আধিকারিক সেজে ৫১ হাজার টাকা হাতিয়ে চম্পট দিল এক প্রতারক। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকালে ক্যানিং থানার বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায়।

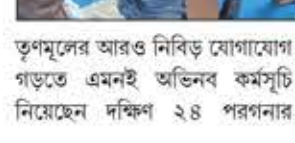

জানা গিয়েছে বুধবার সকালে বাসন্তী থানার রামচন্দ্র খালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে এক ভদ্রলোক সুসজ্জিত পোশাক পরে হাতে দুটো দামি মোবাইল ফোন নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল। সেই সময় স্থানীয় সোনাখালির বাসিন্দা শিবপদ নস্কর ও সুভাষ নস্করের সাথে আলাপ হয়। ওই দুই ব্যক্তির কাছে শুল্ক দফতরের অফিসার হিসাবে পরিচয় দেয় এবং ১২৬ বস্তা (৬৩ কুইন্ট্যাল) চোরাই চাল ধরেছে বলে জানায়। এছাড়াও ওই দুজন কে ভুয়ো আধিকারিক জানায় উদ্ধার হওয়া চোরাই চাল ৪ টাকা কেজি দরে বিক্রি করবেন। সেই মতো ওই দুই ব্যক্তি কিছু চাল কেনার জন্য রাজিও হয়ে যায়। কথা হয় ২৬ হাজার টাকার চাল কিনতে সক্ষম তারা। এরপর ঘটনাস্থলে ভুয়ো ওই আধিকারিক জীবনতলা এলাকার এক মোটর ভ্যান চালককে ক্যানিং থেকে কিছু চাল ধামাখালিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৮০০ টাকার চুক্তি করে। পরে তাকেও চাল বিক্রি করার কথা বলে ২৬ হাজার টাকা জোগাড় করে ক্যানিংয়ের ১ বিডিও অফিসের সামনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেখা করতে বলেন। ওই তিন ব্যক্তি ভুয়ো আধিকারিকের কথা মতো যথারীতি আধার কার্ডের জেরক্স এবং টাকা নিয়ে ক্যানিং ১ বিডিও অফিসের সামনে রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশ সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানে দেখা করে। সেখানে চা, পান খেয়ে তিন ব্যক্তির কাছ থেকে মোট ৫১ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে ক্যানিংয়ের খাদ্য দফতরের অফিসে আসতে বলে একটি টোটো গাড়িতে চেপে চম্পট দেয়।

এরপর তিনের পাতায়

যোগ্য সম্মান থেকে আজও বঞ্চিত ইতিহাসবিদ

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ থানা এলাকার বর্ষিয়ান আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ নানা প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের সম্মান থেকে আজও ব্রাত্য থেকে গেলেন। গণেশবাবুর বয়স এখন প্রায় ৯৪ বছর। ১৯২৯ সালের ১ মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি বাড়ি ছিল হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার জগরামপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম কানাইলাল ঘোষ। তিনি যখন বজবজে আসেন তখন তাঁদের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। বাবার সঙ্গে চায়ের দোকানে কাজ করতেন। দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করেও কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে বিএসসিতে ভর্তি হন। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে বিএসসি সম্পূর্ণ না করেই কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ৩০ বছর তেল কোম্পানিতে চাকরি করেন। তারপর সিনিয়র অপারেশন অফিসার হিসাবে অবসর নিয়ে বজবজের উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। বজবজ

ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ

পুরসভার পুরপিতা চেয়ারম্যান, ভাইসচেয়ারম্যান হিসাবে একটানা ২০ বছর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পুরসভা থেকে কোনও দিন সাম্মানিক গ্রহণ করেননি। বজবজ তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বিভিন্ন উৎসবের তিনিই পথিকৃৎ। যেমন শিশু চলচিত্র উৎসব, চিনা ফেস্টিভ্যাল, গঙ্গাবক্ষে গঙ্গা ভাগীরথী উৎসব, শিশু উৎসব তিনিই প্রথম শুরু করেন। অঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হল তিনিই প্রমান করেন শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের পর ১৮৯৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বিবেকানন্দ বাংলার মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন বজবজে। তারপর ১৯ ফেব্রুয়ারি ট্রেন যোগে কলকাতা অভিমুখে রওনা দেন। অথচ আগে সবাই জানত তিনি খিদিরপুরে অবতরণ করেছিলেন। গণেশবাবুর ঐতিহাসিক তথ্যকে স্বীকৃতি দেয় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। ১৯৮৫ সাল থেকে বিবেকানন্দ স্মারক কমিটি বজবজ স্টেশনে বিবেকানন্দের প্রত্যাবর্তন অনুষ্ঠান করে আসছে। পূর্ব রেল ওইদিন বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করে। ১৯১৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বজবজে কানাডা থেকে বিতাড়িত শিখদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই হয়।

এরপর তিনের পাতায়

চায়ের ঠেকে সমস্যার সমাধান

মেহেবুব গাজী : সাতসকালে পাড়ার মোড়ে চায়ের আড্ডা'। জমিয়ে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই চলছে চায়ের আড্ডা , তবে সেই আড্ডা নিছকই আড্ডা নয়। গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই আমজনতার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আশ্বাস। চলছে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের বিষয় আমজনতাকে জানানোর কাজ। মানুষের সঙ্গে

তৃণমূলের আরও নিবিড় যোগাযোগ গড়তে এমনই অভিনব কর্মসূচি নিয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এরপর তিনের পাতায়

ফাউন্টেন পেনের পড়তি বাজারে আশা দেখাচ্ছে বাঙালি

দেবাশিস রায় : ফাউন্টেন পেন বা ঝরনা কলম কিংবা কালি–কলম; যে নামেই ডাকি না কেন আমাদের ঠিক মনে পড়ে যায় অতীতের সেই সোনালী দিনগুলির বিভিন্ন মুহূর্তে দোয়াত, কালি ও নিব পেনের কথা। অবশ্য বর্তমানে বলপয়েন্ট পেনের রমরমার যুগে নবীন প্রজন্মের অনেকেরই কাছে ফাউন্টেন পেন মানেই এক অনন্য অজানা বিস্ময়। একসময় বাঙালির হাত ধরে যে কালি–কলম দেশজুড়ে কত শত সাহিত্য, ইতিহাস রচনা করেছিল সেই ফাউন্টেন কিনা কালের গতিকে আপন কদর হারাতে বসেছে। প্রবীণ থেকে নবীন প্রজন্মের হাতে হাতে এখন ঘোরে নানান রং ও ডিজাইনের বলপয়েন্ট পেন। হাজার হাজার বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজলেও ফাউন্টেন পেন কিংবা ঝরনা কলমে নিয়মিত লেখে এমন মানুষের দেখা পাওয়াটা কার্যত লটারি জেতার সামিল। তবে, আশার কথা হল দেশজড়ে ফাউন্টেন পেন ও কালির পড়তি বাজারে বাঙালির হাত ধরে ফের আশার আলো জাগতে শুরু করেছে। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, কলকাতার গুটিকয়েক সংস্থার তৈরি হরেকরকম ডিজাইনের ফাউন্টেন পেন ও নানান রংয়ের কালি এখন দিল্লি, মুম্বই, তামিলনাড়ু, কেরল, কর্ণাটক সহ তামাম দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বাজারে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এইসব ফাউন্টেন পেন সাধারণত প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের পড়ুয়াদের সকলের ক্রয় ক্ষমতার কথা ভেবেই তৈরি করা হচ্ছে। তবে, করোনাকালে স্কুল সহ বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় এবং অনলাইন ক্লাস চলায় কার্যত সব ধরনের কলম ও কালির বাজার বেশ মন্দা। বিপরীত দিকে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার প্রভৃতি গ্যাজেট সহ ডেটা নেটওয়ার্ক সংস্থাগুলির বাজার বেশ রমরমা। এমনতর পরিস্থিতির মধ্যেই কলকাতার ফাউন্টেন পেন সহ কালি তৈরির সংস্থাগুলি ফের ঘুরে দাঁড়াতে সচেষ্ট। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে দেশের নানান প্রান্ত থেকে এই পেন ও কালির চাহিদা খানিকটা কমলেও তাতে প্রস্তুতকারকরা দমতে রাজি নন। বরঞ্চ তাঁরা আশাবাদী, অদূর ভবিষ্যতে এই কলকাতা তথা বাংলার ফাউন্টেন পেন ও কালির গরিমা ফিরে আসবে।ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বঙ্গদেশের সুলেখা কালি প্রস্তুতকারকদের নাম। বাংলার দুই কৃতী সন্তান শংকরাচার্য মৈত্র এবং ননীগোপাল মৈত্রর হাত ধরে ১৯৩৪ সালে রাজশাহীতে

ভারতের প্রথম ফাউন্টেন পেনের কালি তৈরির সংস্থা সুলেখা ওয়ার্কসের জন্ম। পরবর্তীতে একাধিক জায়গায় কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল। তারপর নানান চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে সংস্থাটি এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেছে। বর্তমানে কলকাতার যাদবপুরেই সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের একমাত্র উৎপাদন কেন্দ্র। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংস্থাটি এখন আরও অনেক উন্নত এবং ফাউন্টেন পেন ও কালি সহ বহুমুখী উপাদন ক্ষেত্র এবং পরিষেবায় প্রসারিত। সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৌশিক মৈত্র আলিপুর বার্তাকে টেলিফোনে বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের তৈরি ফাউন্টেন পেন ও কালির চাহিদা ফের বাড়ছে। আমরা এখন অনেক রংয়ের কালি তৈরি করছি। পণ্যদ্রব্যের প্যাকেজিংয়েও পরিবর্তন হয়েছে। দীর্ঘদিনের সংস্থা হিসেবে আমরা ফাউন্টেন পেন ও কালির বাজার নিয়ে ফের আশাবাদী। কলকাতার মানিকতলায় অবস্থিত লোকনাথ পেন মোল্ডার সংস্থার কর্ণধার সুধীন পাল বলেন, বর্তমানে বলপয়েন্ট পেনের যুগ হলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখনও ফাউন্টেন পেনের বাজার রয়েছে। তামিলনাড়ু সহ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এখনও স্কুলগুলিতে একটা নির্দিষ্ট ক্লাস পর্যন্ত পড়ুয়াদের ফাউন্টেন পেনে লেখা বাধ্যতামূলক। তাছাড়া এই পেনে লেখার পাশাপাশি স্কেচও সুন্দর হয়। একইসঙ্গে বহু মানুষের কাছে ফাউন্টেন পেন একরকম আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই বলপয়েন্ট পেনের যুগেও ফাউন্টেন পেনের যথেষ্টই কদর রয়েছে। আমাদের সংস্থা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখনও নানান মডেলের ফাউন্টেন পেন তৈরির যেরকম অর্ডার পেয়ে থাকে তাতে আমরা আশাবাদী অদূর ভবিষ্যতে এই পেনের প্রতি মানুষের আগ্রহ বা চাহিদা আরও বাড়বে। আর এভাবেই একসময় ফাউন্টেন পেন ও কালি তৈরির জগতে বাংলা তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ২১ আগস্ট – ২৭ আগস্ট, ২০২১

রাজনৈতিক মিথ্যাচার বন্ধ হোক

নেতাজি নিয়ে মিথ্যাচার আবারও দেখা গেল গত ১৮ আগস্ট। এবছরও জাতীয় কংগ্রেস তাদের সরকারি ওয়েব পেজে ১৮ আগস্ট নেতাজির মৃত্যু দিন ঘোষণা করে শ্রদ্ধা জানালেন। কংগ্রেসের পাশাপাশি ভারতীয় জনতা পার্টিও পিছিয়ে ছিল না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিংবা অমিত শাহ নেতাজির 'মৃত্যু দিন' নিয়ে কোনও পোস্ট না করলেও কয়েকজন বিজেপি নেতা, তার মধ্যে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিওয়ালও আছেন নেতাজির মৃত্যু দিনের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। পাশাপাশি রাজ্যের একদা কংগ্রেসী বর্তমানের বিজেপি দলের এক নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার মৃত্যুদিনের পরিবর্তে অন্তর্ধান দিবস বলে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। কৌশলে জওহরলাল নেহেরু যে মিথ্যাচার নেতাজিকে নিয়ে শুরু করেছিলেন তার ধারাবাহিকতা রক্ষায় বর্তমান কংগ্রেস প্রজন্ম শুধু নয় পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী দলের দাবিদার বিজেপির একাংশ নেতাজির প্রতি মিথ্যাচারে কম যান না। এমন কি প্রধানমন্ত্রীর নেতাজির জন্মোৎসব কমিটিতে জনৈকা বিদেশিনী অ্যানিটা পাফকে 'নেতাজি কন্যা' রূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। মোদী সরকারের প্রকাশিত নেতাজি সংক্রান্ত গোপন নথিতে স্পষ্ট ওই বিদেশিনী আদৌ নেতাজি কন্যা নন তবু এই মিথ্যাচারের ঐতিহ্য বজায় রাখলো বর্তমান মোদী সরকার। নেতাজির তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনা এবং অ্যানিটা পাফকে মান্যতা দেবার ব্যাপারে দাবিদার বসু পরিবারের একাংশ সক্রিয় আজও।

আন্তর্জাতিক চক্রান্তের একটি অংশ হিসাবেই আজও নেতাজির ছাইভস্ম ও স্ত্রী কন্যার গল্পকে কৌশলে সরকারি ভাবে প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা চলছে।

কংগ্রেস এবং বিজেপির একাংশে নেতাজি চক্রান্তের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির বাকি নেতা নেত্রীরা নিশ্চুপ থাকলেও আশার কথা ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সভাপতি নরেন চট্টোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু নেতার ও কংগ্রেসের সরকারি ভাবে কোনও যুক্তি তথ্য না মেনে একতরফা ভাবে নেতাজির 'মৃত্যু দিন' ঘোষণায় তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন।

জওহরলাল আমলের শাহনওয়াজ কমিটি ও ইন্দিরা আমলের খোসলা কমিটি সঠিক ভাবে অনুসন্ধান না করেই নেতাজির 'মৃত্যু'কে জোর করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে নেতাজি তদন্তে নিয়োজিত মনোজ মুখার্জী কমিশন ছ' বছর ধরে নিরলস পরিশ্রম করে স্পষ্ট ভাষায় সিদ্ধান্তে নিয়েছিলেন তাইহোকুতে আদৌও সেদিন কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং চিতা ভস্মের ডিএনএ পরীক্ষা অবাস্তব। উল্লেখ্য, শাহনওয়াজ কমিটির অন্যতম সদস্য নেতাজির সেজদাদা সুরেশচন্দ্র বসু শাহনওয়াজ কমিটির সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। তিনি আলাদাভাবে নিজ ব্যয়ে মতান্তরের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। সেই রিপোর্ট জওহরলাল নেহেরুর কংগ্রেস সরকার অগ্রাহ্য করেছিল। যেমনটা মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট মনমোহন সরকার ২০০৬ সালেই অগ্রাহ্য করেন। তিনি তথাকথিত কন্যা 'অ্যানিটা পাফ', বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য আরও দুজন ব্যক্তি ওইদিন সামাজিক মাধ্যমে অত্যন্ত হাসিখুশি ও উল্লসিত হয়ে 'শোক দিবস' পালন করলেন। প্রস্তাব নেওয়া হলো দিল্লি অথবা কলকাতায় নেতাজির 'স্মৃতিতে 'স্মারক সৌধ নির্মাণ ও 'চিতাভস্ম' ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারকে জানানো হবে। ইতিমধ্যে ওই 'অনিতা ডায়লগ' অনুষ্ঠান, কংগ্রেস ও বিজেপির নেতৃত্বের একাংশের তুঘলকি ভাবনা বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়েছে। অনিতার নাম প্রধানমন্ত্রীর নেতাজি কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার দাবি ও নেতাজির তথাকথিত 'মৃত্যু দিবস' সরকারি ভাবে বাতিলের দাবিতে ৮ থেকে ৮০ বছর মানুষ সরব। নেতাজির প্রতি মিথ্যাচার করছে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ইতিহাসের নিরিখে তারা আজ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। ইতিহাসের সে শিক্ষা বর্তমান শাসক সম্প্রদায় গ্রহণ করলে তাদের দলের পক্ষেই মঙ্গল হবে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র তেরো

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে।।১৩।।

অনুবাদ

বলা হয় যে, সর্বকারণের পরম কারণের উপাসনা দ্বারা এক ফল লাভ হয় এবং যিনি পরমেশ্বর নন, তার উপাসনা দ্বারা ভিন্ন ফল লাভ হয়। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শুনা যায়।

তাৎপর্য

শুনে তিনি যখন বুধ হন, তখন তিনি তাঁর সংকল্প পরিবর্তন করেন এবং কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধের পরিকল্পনাকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হয়। অর্জুন তাঁর তথাকথিত আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যুদ্ধ করেই ভগবানের উপসনা করেন। এভাবেই তিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হন। প্রকৃত কৃষ্ণের উপাসনার দ্বারাই এই রকম পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব– ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিদের আবিষ্কৃত সাজানো বা জাল 'কৃষ্ণ' উপাসনার মাধ্যমে সম্ভব নয়।

বেদান্তসূত্র অনুসারে সম্ভূত হচ্ছে জন্মের উৎস, পুষ্টিসাধন এবং আধার যা প্রলয়ের পর বর্তমান থাকে। একই গ্রন্থকারের দ্বারা রচিত বেদান্ত–সূত্রের স্বাভাবিক ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে প্রকাশিত সব কিছুর উৎস কোন প্রাণহীন প্রস্তর ন। বরং তিনি অভিজ্ঞ– পূর্ণ চেতন। আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ভগবদ্গীতায় (৭/২৬) বলেছেন যে, তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত এবং কোন দেবতাই, এমন কি শিব, ব্রহ্মা পর্যন্ত তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানেন না। সুতরাং যারা জড় অস্তিত্বের জোয়ার–ভাটার দ্বারা বিচলিত, তারা কখনই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে না। এই রকম অর্ধশিক্ষিত আচার্যরা জনগণকে উপাস্য বস্তুতে পরিণত করে আপোসে মীমাংসা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা জানে না যে, এই

বিশেষ বার্তা

ইনি পশ্চিম মেদিনীপুরের মুকুন্দ মাইতি যিনি ছেলের মৃত্যুশোক সরিয়ে পুত্রবধূর নতুন করে বিয়ে দিলেন। যে সমাজে বার্ধক্যকে হাতিয়ার বানিয়ে পুত্রবধূ নির্যাতন আকাশ ছুঁয়েছে, সব কিছুর জন্য বৌমাদের দোষারোপ, কুৎসা করা হয়, সেখানে দাঁড়িয়ে পিতৃ স্নেহে এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত মোহিত করল দেশবাসীকে।
আপনিই রামমোহন, বিদ্যাসাগরের যোগ্য উত্তরসূরি। প্রণাম আপনাকে।

উঁচু বাজারে লেনদেনের বহুরূপী কৌশল

পার্থসারথি গুহ : অর্থবাজার এমন নয় যে টানা বেড়ে যাবে আর আপনার আমার হাতের শেয়ার চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। উল্টোই ঘটে সাধারণত। প্রতিটি ধাপের সঙ্গে মানানসই ভাবে অগ্রসর হয়ে বাজার বাড়ে। একই সঙ্গে শেয়ারের দামেও বৃদ্ধি আসবে। ফলে যদি ট্রেডিং মানসিকতা বা ভালো লাভের তিতিক্ষা থাকে তবে কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে ফল আসতে বাধ্য। এর মধ্যে প্রথমত শেয়ার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সব সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ভালো জিনিসে লগ্নি করতে হবে। অনেক সময় ভালো বাজারের সুযোগে অনেক অনামী শেয়ারও বেড়ে যায়। তা বলে সে সব প্রলোভনে পা দিয়ে নিজের ক্ষতি বাড়ানো একেবারে উচিত নয়। সংযম বজায় রেখে সুনির্দিষ্ট ভালো কোম্পানির শেয়ার 'সিপ' সিস্টেমে খরিদ করতে হবে। ধরুন কোনও মাসের মাঝামাঝি সময়ে অন্তত পক্ষে ২০০০ টাকার (আপনার সাধ্য অনুযায়ী সিপ করবেন) বিনিময়ে ভালো শেয়ার কিনুন। তা জারি রাখুন পরের মাসগুলিতেও। এভাবে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ বছর যদি এই পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যায় অনেক কম পয়সায় ভালো শেয়ার আপনার ঝুলিতে বা ডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এভাবে লগ্নি চালিয়ে গেলে তবেই সম্পদশালী বা পুঁজির বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে। এখানে সাবধানবাণী হিসাবে একটা জিনিস অতি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। তা হল, কোনও ভাবেই ফাটকা বা মোমেন্টামের পেছনে দৌড়ানো চলবে না।

মনে রাখা দরকার শেয়ার বাজার হলো এমন এক ক্ষেত্র যা চূড়ান্ত অনিশ্চিত জায়গা। কখন কোন খবরে বাজার পড়ে যাবে তা আগে থেকে বলা যায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উগ্রপন্থী আক্রমণ, রাজনৈতিক গোলযোগ ইত্যাদি নানা কারণে অতীতে শেয়ার

বাজারে ব্যাপক ধ্বস নামতে দেখা গিয়েছে। নচেৎ কখন যে আপনার সম্পদ বিনষ্ট হবে তা বলা মুশকিল। ভালো বাজারের এই প্রাক লগ্নে দাঁড়িয়ে সতর্কতাবাণীর পাশাপাশি আগামী দিনের ভরপুর রোজগারের ইঙ্গিতও বহন করছে এই শেয়ার বাজার। যেখানে যতটা সম্ভব লোভকে বশে রেখে ট্রেডিং করতে পারলে ধনবান হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। প্রচুর লগ্নিকারীকে দেখিয়ে দেওয়া যায় , যাঁরা প্রমাণ করেছেন ট্রেডিং কীভাবে করতে হয়। হ্যাঁ, সেজন্য অনেক কৃচ্ছসাধন করেই এগিয়েছেন তাঁরা। তবে গিয়ে সাফল্যের মুখ দেখেছেন।

বাণিজ্যিক চ্যানেলে যে সব বিশেষজ্ঞ বসেন বা মতামত দেন তাদের হাওয়া মোরগ বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। অতীতে বহুবার দেখা গিয়েছে বাজারের উত্থানের সময় এরা যেমন তালে তাল মিলিয়েছেন তেমনই পতনের সময় অশনী সঙ্কেতের গালগল্পও এরা পেড়েছেন বহুবার। তবে প্রকৃত বিশেষজ্ঞ যারা, যাদের মধ্যে প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্য বর্তমান তাদের সঙ্গে আলোচনায় জানা গিয়েছে, ভারতীয় বাজারের যে 'আপ মুভ' চলছে তা আপাতত বরবাদ হওয়ার মতো কোনও কারণ তৈরি হয়নি। এদের ভাষায় ভারতের গ্রোথ বা বৃদ্ধির যে গল্প তা এখনও অনেকদিন অব্যাহত থাকবে। হতে পারে আগামী ৩–৫ বছরের মধ্যে ভারতীয় সূচক এখনকার অবস্থানের থেকে দ্বিগুণ বা তার বেশিও হয়ে যেতে পারে।

এই প্রকৃত পণ্ডিত আর্থিক বিশেষজ্ঞদের চিত্রিত ছবি অনুযায়ী আগামী দিনের ভারতীয় বাজারের উত্থানের ব্যাঙ্কিং, ওষুধ, তথ্য প্রযুক্তি সেক্টর একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। এদের সঙ্গে পার্শ্ব নায়ক হিসেবে অবতীর্ণ হতে পারে লজিস্টিক, ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষা এবং ক্যাপিটাল গুডসের মতো ক্ষেত্র। সেই হিসেবে এখন থেকে যদি সঠিক পরিকল্পনা এবং বুদ্ধি অনুযায়ী এগনো যায় তবে ২০২২ কিংবা ২০২৩–এর মধ্যে নিজস্ব সম্পদ দ্বিগুণ তো বটেই, চর্তুগুণ কিংবা সহস্রগুণ বেড়ে যেতে পারে। তবে তার জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে ভালো মতো।

বড়তলা থানায় সুতানুটি

মলয় সুর : বড়তলা থানায় সুতানুটির ইতিহাস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ১৩৩ বছরের পুরনো বড়তলা থানার ভেতরে দেওয়ালে ছবিতে রয়েছে ১৮৫৪ সালে প্রাচীন কলকাতা সুতানুটি ও গোবিন্দপুরকে বাণিজ্যিক পরিবহনে সিংহভাগ গ্রহণ করেছিল হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন। ছাতুবাবুর ইতিহাস, পুরনো কলকাতার চড়কের দৃশ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সুতানুটি ও তার পার্শ্ববর্তী দুটি গ্রাম কলিকাতা ও গোবিন্দপুরে প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এই উত্তর কলকাতার শোভাবাজারে বাবু গোপীমোহন দাসের জাঁকজমক করে বাঈজি নাচ ও গান শুনতে যেতেন লর্ড ও লেডি বেন্টিং। এই অঞ্চলেই জন্মেছিলেন ১৮৫৪ সালে নাট্যকার গিরীশ চন্দ্র

ঘোষ, ১৮৬২ সালে বিনোদিনী দাসী পরবর্তীতে নটী বিনোদিনী, ১৮৪৪ সালে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, টপ্পা গানের সূচক সঙ্গীত শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, এশিয়ান কুস্তী বীর গোবর গুহের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রয়েছেন। নাগরিকদের কাছে কলকাতার পুরনো দিনের স্মৃতি চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরাই উদ্দেশ্য। বড়তলা থানার অফিসার ইনচার্জ দেবাশিস দত্ত জানালেন, থানার পরিবেশটাই অন্যরকম লাগছে। সাধারণ মানুষের কাছে অজানা অনেক তথ্য দেখা ও জানা যাবে। এই থানায় রয়েছেন সাব ইন্সপেক্টর রূপক দাস, মানস রায় চৌধুরী, কনস্টেবল ভুবনেশ্বর ঠাকুর।

কোভিড যোদ্ধারা সংবর্দ্ধিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজবজ এলাকায় ভবঘুরে ভিক্ষুক, দুঃস্থ পরিবার ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়াদের পাশে দাঁড়িয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'আশার আলো'। এঁদের সহায়তায় প্রায় ৯ মাস ধরে প্রতিদিন ৭০/৭৫ জনকে রান্না করা খাবার দু'চাকার সাহায্যে পৌঁছতেন বজবজ স্টেশন, নুঙ্গি স্টেশন, চরিয়াল বাজার ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের রান্না করা খাবার দেন। পাঁচজন তরুণ যুবক মফিজ, সুপ্রিয় চক্রবর্তী, স্মিতা সিনহা, ইমামুল হোসেন, সন্দীপ অধিকারী, রেজ্জাউল হক মির্দ্দে। এমন কি করোনা আক্রান্ত পরিবারদের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিতেন। পাঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবসের দিন (রবিবার) 'আশার আলো' সংগঠনের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

হয় পাবলিক লাইব্রেরিতে। এতে ৬০ জন রক্তদাতা রক্ত দেন। এরই পাশাপাশি এদিন প্রথম সারির কোভিড যোদ্ধাদের উদ্যোক্তারা সংবর্দ্ধনা দেন। যেমন– ডাক্তার, নার্স, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার, সাফাইকর্মী, পুলিশ, সাংবাদিক এই ধরনের ২৫ জনকে। সংস্থার সদস্য সুপ্রিয় চক্রবর্তী বলেন, তাঁরা পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বইখাতা, পেন, পেন্সিল দিয়ে সাহায্য করে থাকেন। দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা যাতে থেমে না যায়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের তৃণমূল বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ পুরসভার প্রাক্তন উপপুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত, যুব তৃণমূল নেতা কৌশিক রায়, সমাজসেবী জগন্নাথ গুপ্ত প্রমুখ।

খেলা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৬ আগস্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য জুড়ে পালিত হল খেলা দিবস। সেই খেলা দিবসে ময়নাগুড়ি ১ নং ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো চার দলীয় নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের। সোমবার ময়নাগুড়ি ফুটবল ময়দানে এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্গীয় সুভাষ বোস, স্বর্গীয় ভোম্বল ঘোষ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং স্বর্গীয় দেবরঞ্জন বর্মন, স্বর্গীয় সম্রাট অধিকারী রানার্স ট্রফির এই বিশেষ টুর্নামেন্ট। এদিনের এই টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিবম রায় বসুনিয়া, সহ সভাপতি ঝুলন সান্যাল, সদস্য বিমলেন্দু চৌধুরী, সীমা রায় সহ প্রমুখরা। এদিনের খেলায় যে চারটি দল অংশগ্রহণ করে লক্ষীর ভান্ডার একাদশ আনন্দ নগর, কন্যাশ্রী একাদশ সুভাষ নগর, সবুজ সাথী একাদশ দেবীনগর, স্বাস্থ্য সাথী একাদশ হাসপাতাল পাড়া।

এদিনের এই খেলা প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিবম রায় বসুনিয়া বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর নির্দেশে রাজ্য জুড়ে খেলা দিবস পালিত হচ্ছে। আমরাও ময়নাগুড়ি ফুটবল মাঠে ময়নাগুড়ি ১নং ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চার দলীয় নক আউট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছি। ময়নাগুড়ি ব্লকের প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলে এই দিবস পালিত হচ্ছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এই ধরণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য।

ফের ধস

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তরবঙ্গে লাগাতার বৃষ্টির জের। ফের ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে নামল ধস। এবার ঘটনাস্থল সেবকের বাগপুল। হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে ধসের জেরে সড়কপথে বাংলা–সিকিম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে ধস মেরামতির কাজ। দিনকয়েক আগে ২৯ মাইলের কাছে দশ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নামে। তার ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দার্জিলিং ও সিকিম। তার আগে সেবক–রংপো রেল প্রকল্পের কাজ চলাকালীন মামখোলায় আচমকাই নামে ধস। ৫ জন শ্রমিক নিখোঁজ হয়ে যান। মৃত্যুও হয় এক শ্রমিকের। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ধস তার ফলে সড়কপথে বিচ্ছিন্ন বাংলা ও সিকিম।

বিধি মেনে মনসা পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ময়নাগুড়ি,১৭ আগস্ট মঙ্গলবার, প্রতিবারের ন্যায় এবারও ময়নাগুড়ি দেবীনগর পাড়ার দাস বাড়ির মনসা পূজা ৬৯ বছরে পা রাখলো। বাড়ির মালিক মনা দাস বলেন, এবারও তাদের পারিবারিক মনসা পুজো ৬৯ বছরে পা দিল। তিনি আরো বলেন, এই পুজো প্রতি নিষ্ঠার সহিত হয়ে থাকে। পুজোর একমাস আগে থেকে বাড়িতে মনসামঙ্গল পাট হয়। সেখানে ময়নাগুড়ি প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। তিনি দাবি করেন, ময়নাগুড়ির মধ্যে সবচেয়ে বড় পুজো এই, দাস বাড়ির পুজো। এই পুজোয় প্রচুর ভক্ত বৃন্দের সমাগম হয়। পুজোতে ছাগ বলির প্রচলিত আছে। পুজোর শেষে সকল ভক্তদের মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মনা বাবু আরো বলেন, এই মনসা মন্দির খুব জাগ্রত। তাই ভক্তদের মনবাসনা পূর্ণ হলে ভক্তরা এখানে ছাগ বলি সহ মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে থাকেন।

করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং পুলিশি প্রহরায় জলপাইগুড়ি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির মনসা পুজো মঙ্গলবার সকাল থেকে নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে শুরু হয়। করোনা আবহে এবারও বন্ধ জলপাইগুড়ির রাজবাড়ির মনসা পুজোর মেলা। জলপাইগুড়ির বহু প্রাচীন রাজবাড়ির ঐতিহাসিক মনসা পুজো এবছরে ৫১৬ বছরে পদার্পণ করলো। সকাল থেকেই ভক্তদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। আগে ১মাস ব্যাপী মেলা চললেও এখন এক সপ্তাহ ব্যাপী হয়। কিন্তু বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে নিয়ম নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মনসার পুজো হল। রাজবাড়ির পুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, গত বারের মতো এবারও করোনা আবহে বাঁশের ব্যারিকেড করে মনসা পুজোর আয়োজন করা হয়। নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে মায়ের পুজো হচ্ছে এবছর। এদিন ভক্তরা সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে মন্দিরে পুজা দেন। আগামী ১৯ তারিখ পর্যন্ত মনসা পুজো চলবে। তবে এবছর মনসা পুজো ঘিরে মেলা না বসলেও বিষহরি গানের আসর থাকছে। তবে তাও আবার পাঁচ জন শিল্পীর সমন্বয়ে হবে বলে জানান শিবু বাবু।

রাজ্যকে বিঁধলেন নিশীথ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পাওয়ার উত্তরবঙ্গে ফিরেই একসুরে রাজ্যকে বিঁধলেন নিশীথ প্রামাণিক ও জন বার্লা। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ দুই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর। নির্বাচনের ফল বেরনোর পর থেকেই রাজ্যজুড়েই চলছে তৃণমূলী সন্ত্রাস। এর ফল পাবে তৃণমূল। দাবি দুই মন্ত্রীর।

উত্তরবঙ্গে সংগঠনকে মজবুত এবং উন্নয়নের বিকাশই যে তাদের একমাত্র পথ, তা মঙ্গলবার সাফ জানান নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভার দুই সদস্য। তাদের কথায়, প্রধানমন্ত্রী যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা উত্তরেও বাস্তবায়িত করবো আমরা। উন্নয়নের নামে সন্ত্রাস, অত্যাচার চলছে এ রাজ্যে। নির্বাচনের পর রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের সন্ত্রাস চলছে। মুখ্যমন্ত্রী ভয় পেয়েছেন। আর তাই আজ স্বাগত জানাতে আসার পথে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় দলীয় কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এটা কোথাকার আইন? এটা কি গণতন্ত্র? মানুষ সব দেখছে। আসন্ন পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপিই জয়ী হবে। ভয় পাওয়াতে আজ গ্রেফতার করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে সংখ্যালঘুদের জন্য কি করেছেন? কেন্দ্র উন্নয়ন চায় উত্তরবঙ্গের। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছে রাজ্য, কেন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়ায় ব্যস্ত রাজ্য। ২০২৪–এও ভালো ফল করবে বিজেপি। শিলিগুড়িতে বলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জন বার্লা। আলিপুরদুয়ারে জমি–সহ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা আগের অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, সবই মিথ্যে আজ প্রমাণিত। আজ দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হিসেবে পুরোটাই সামনে চলে এসেছে। আর পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্য নিয়ে অবশ্য নীরব বার্লা বলেন, ওটা সাধারণ মানুষের দাবি। এখন প্রধানমন্ত্রী যে দায়িত্ব আমায় দিয়েছে সেটা করাই লক্ষ্য।' তিনি আরও বলেন, এটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলা। এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা। এই বাংলার হারিয়ে যাওয়া গরিমা আমরা ফিরিয়ে আনবো। তৃণমূল ভয় পেয়ে গিয়েছে। ওরা ভাবেনি একজন আদিবাসী সমাজের কেউ মন্ত্রী হবেন, একজন রাজবংশী বা মতুয়া সম্প্রদায়ের কেউ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবেন। তাই আজ তারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে সাংসদ, বিধায়কদের গ্রেফতার করছে। বাংলার মানুষ সব দেখছে। বাংলায় কোনও গণতন্ত্র নেই।

আটকে দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি: গিয়েছিলেন নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতে। আর তারপর নিজেরাই পড়লেন চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতায়। এই মুহূর্তে তালিবানের কবজায় থাকা আফগানিস্তানে আটকে পড়েছেন কার্শিয়াংয়ের ২ বাসিন্দা। শেখর গুরুং ও সুনীল সুব্বা নামে দু'জনের খোঁজ পেয়েছে জেলা প্রশাসন। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে উদ্ধারের সবরকম চেষ্টা চলছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর। গত জুলাই মাসে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন কার্শিয়াংয়ের বাসিন্দা শেখর গুরুং। পেশার স্বার্থেই কাবুলিওয়ালা'র দেশে যাওয়া তাঁর। সেখানেই বছর খানেক ধরে কাজ করছিলেন। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল একমাত্র ইন্টারনেট। কখনও হোয়াটসঅ্যাপ কলে কথাবার্তা হতো। কিন্তু কয়েকদিন ধরে আর শেখর গুরুংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না পরিবারের সদস্যরা। তারপর খবরে দেখেন, আফগানিস্তানে কীভাবে তালিবানি শাসন কায়েম হচ্ছে। তাতেই চিন্তা বাড়ে পরিবারের। প্রায় ঘুমহীন রাত কাটাচ্ছেন তাঁরা। কোনওভাবেই যোগাযোগ করতে পারছেন না।

অবৈধ সম্পর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ তুলে এক মহিলাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল এলাকাবাসীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের জোরপাকড়ি এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আহত মহিলা ময়নাগুড়ি হাসপাতলে চিকিৎসা করে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে বেশ কয়েকজন এলাকাবাসী দের বিরুদ্ধে। মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনা তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মহিলার অভিযোগ, তাদের এলাকার এক ব্যক্তির সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে বলে এলাকার লোকজনের অভিযোগ তুলেছিলেন। সোমবার রাতে অনেক কুকথা বলেছিল এলাকার লোকজন। সেই কারণে এ দিন ওই ব্যক্তির দোকানঘর বন্ধ করে দেন এই মহিলা। আর এর পরেই শুরু হয়ে যায় বচসা। অভিযোগ, এলাকার বেশ কিছু লোকজন বাঁশ দিয়ে তার উপর হামলা চালায়। অন্যদিকে অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাদের পাওয়া যায়নি।

সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচতে অষ্টনাগের পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচতে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে ঘটা করে মনসা ও অষ্ট নাগের পুজো হল।

মঙ্গলবার জাঁকজমক করে এই পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে। পাথর বাটিতে কাঁচা দুধ আর পাকা কাঁঠালি কলা সহ অন্যান্য ফল–ফুলের নৈবেদ্য সাজিয়ে দেবীর পুজো করা হয়েছে। দেবীকে তুষ্ট করতে গ্রামের মানুষজনের সমাগম হয়েছিল। এদিন সারাগ্রামে অরন্ধন পালিত হয়েছে। ক্যানিংয়ের ডাবু গ্রামের ষাটোর্ধ জ্যোতিবালা মাইতি বলেন, 'আমাদের গ্রামে কেউটে, কালাচ সাপের খুব উপদ্রব। সাপের আতঙ্কে গ্রামের মানুষ সন্ধ্যের পর বাইরে বেরোতে পারে না। তাই মা মনসা দেবী ও অষ্ট নাগকে শান্ত করতেই পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। অন্যদিকে ভাগ্যশ্রী, সন্ধ্যা, অনিতা'রা বলেছেন 'গ্রামের মানুষের বিশ্বাস শুদ্ধচিত্তে সুচিবস্ত্রে উপবাস থেকে মনসা দেবী ও অষ্ট নাগকে পুজো করলে সাপের উপদ্রব কমবে। সেই বিশ্বাসে এদিন পুজো করা হয়েছে।'

নানা ভাবে প্রচার এবং সচেতনতার পর সাপেকাটা রোগীদের হাসপাতাল মুখীকরা গেলেও গ্রামে এখনও ওঝা গুনীনদের প্রভাব বহাল রয়েছে। ফলে তাদের কেরামতিতে অনেকেই মারা যাচ্ছেন।

এদিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, চলতি বছরে এ পর্যন্ত ক্যানিং–১, ক্যানিং–২, বাসন্তী, গোসাবা ব্লকে সাপের কামড়ে প্রায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। পঞ্চাশটির বেশি সাপের কামড়ের ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে বেশি ঘটেছে ক্যানিং–১ ও বাসন্তী ব্লকে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, 'সাপদেবীর পুজো দিলেই যে এই দুর্ঘটনা ঘটবে না, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে যেভাবেই হোক সাপের কামড়ে ঘটনা না ঘটুক এটা চাই না।'

একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ণ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবার সকাল থেকেই একাধিক প্রকল্প উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এবারের ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করলেন। তিনি এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার ধাত্রীগ্রামে বিবিরজোলে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিশ্রামাগারের দ্বার উদঘাটন করেন। এরই পাশাপাশি এদিনই তাঁর হাত ধরে একটি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপন প্রকল্পের সূচনা হল। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কালনা ১ নং ব্লকের সুলতানপুর অঞ্চলের ভৈরবনালা গ্রামে উক্ত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপন প্রকল্পটি ২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রূপায়িত হবে। এধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিশাল এলাকার কঠিন বর্জ্য পদার্থ অর্থা যেগুলি সহজে মাটির সঙ্গে মেশে না এমন পদার্থগুলিকে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নবরূপে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হবে। ভারতের স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যক্ষণে এমন দু'টি প্রকল্পের উদ্বোধনে এলাকাবাসী বাস্তবিকই দারুণ খুশি। এই উপলক্ষ্যে দু'টি জায়গাতেই কোভিড বিধি মেনে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানগুলিতে মন্ত্রী সহ এলাকার বিভিন্ন ক্ষেত্রের

জনপ্রতিনিধির পাশাপাশি পুলিশ–প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ নাদনঘাট থানার হেমাতপুর মোড়ে তাঁর নির্বাচনী কার্যালয় প্রাঙ্গনে শনিবার গভীর রাত থেকেই স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের নানাবিধ প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন। সকালে তিনি নাদনঘাট থানা চত্বরে জাতীয় পতাকাও উত্তোলন করেন।

সুন্দরবনে প্রতিদিন গড়ে তিনটি শিশু জলে ডুবে মারা যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিনির প্রতিষ্ঠাতা ড. সমীর নারায়ণ চৌধুরী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করে বলেন, বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি জোর দিয়ে এসেছেন পরিকল্পনায় শিশুদের অংশগ্রহণের উপরে। তাঁরই অঙ্গ হিসাবে এই কর্মসূচির সূচনা। আমাদের লক্ষ্য এক শিশু বান্ধব সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে শিশুরা পাবে তাদের পূর্ণ বিকাশের পরিবেশ। অতিমারির পরিস্থিতিতে শিশুদের পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সিনি চেষ্টা করে গেছে শিশুদের প্রত্যেকের সমাজমনস্ক একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তুলতে। স্কুল বন্ধ থাকায় অনেকটা সময়ও পাওয়া গেছে গঠন মূলক কাজে শিশুদের উৎসাহিত করার।

সূচনার সূত্রপাত হয়েছিল বছর তিনেক আগেই। সুন্দরবন সংলগ্ন নদী তীরবর্তী অঞ্চলে প্রতিনিয়ত জলে ডুবে শিশু মৃত্যু বন্ধ করতে সিনি তার ৫০ বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগী অস্ট্রেলিয়ার 'দ্য জর্জ ইনস্টিটিউট' এর সহায়তায় সুন্দরবন লাগোয়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জলে ডোবা দুর্ঘটনা ও মৃত্যু প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে শুরু করে।

সমীক্ষায় উঠে এসেছে এক ভয়ঙ্কর তথ্য। সারা পৃথিবীতে যত রকমের দুর্ঘটনায় বাচ্চাদের প্রাণহানি ঘটে, তারমধ্যে জলে ডুবে শিশুমৃত্যু অন্যতম। সুন্দরবন অঞ্চলে নদী, নালা, খাল, বিল বা পুকুর–ডোবার মত অগুন্তি জলাশয় জালের মতো ঘিরে রেখেছে বিস্তীর্ণ লোকালয়। দেখা গিয়েছে, জলে ডুবে মৃত্যু কারণে সুন্দরবনের এই অঞ্চলে প্রতিদিন প্রায় তিনটি করে শিশুর পরিচয় পৃথিবী থেকে মুছে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে চিরতরে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র অনুযায়ী জানা যায় করোনা অতিমারির আবহে বহুদিন ধরে শিশুদের শৈশব জেলখানার মতো বাড়ির চৌহদ্দির নির্দিষ্ট সীমারেখাতেই আবদ্ধ। কিন্তু এর মধ্যেই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে আরও বড় এক ভয়ঙ্কর মহামারি। মুহূর্তের অসতর্কতায় জলে ডুবে আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে নিঃশব্দ মৃত্যু প্রতিমুহূর্তে কেড়ে নিচ্ছে অসংখ্য কচি প্রাণ। ভবিষ্যদের অমূল্য প্রাণ তলিয়ে যাচ্ছে অতল জলের গভীরে দায়ী অসচেতনতা এবং সঠিক কার্যকারিতা প্রয়োগে বাস্তবায়ন সদিচ্ছার অভাব। জলে ডুবে শিশু–মৃত্যু প্রতিহত করার জন্য নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এই চিন্তা ভাবনার প্রতিফলনে গড়ে তোলা হয়েছে চাইল্ড পার্লামেন্ট। সংসদীয় গণতন্ত্রের অধিবেশনের আদলে সুন্দরবনের প্রান্তিক উপকূল অঞ্চলের ১০টি ব্লক থেকে প্রায় ৮০০ শিশুদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রায় ১৫টি শিশু সদস্য অংশগ্রহণের মাধ্যমে

গঠিত হয়েছে চাইল্ড পার্লামেন্ট।

সংস্থার পড় থেকে সুজয় রায় জানান, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ শিশু মৃত্যু বন্ধ ও স্বাস্থ্যের অন্যান্য মাপকাঠির নিরিখে ভারতবর্ষের প্রথম পাঁচ রাজ্যের মধ্যে রয়েছে। সাম্প্রতিক জননী ও শিশু সুরক্ষা বা শিশুসাথী প্রকল্পের মত সরকারী উদ্যোগে শিশু মৃত্যু রোধে বিশেষ অবদান রেখেছে। বর্তমানে ৫ বছরের নিচে শিশুদের মৃত্যু হার পশ্চিমবঙ্গে ২৫৪ আর এসডিজিতে ২০৩০ সাল অবধি যে লক্ষ্য মাত্রাটা হল ২৫। সুন্দরবনে জলে ডুবে শিশু মৃত্যু বন্ধ হলে ২০৩০ এর অনেক আগেই আমরা এই লক্ষমাত্রা অর্জন করতে পারব।

বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থার (WHO) সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি বছর ২ লাখ ৩৫ হাজার মানুষ জলে ডুবে মৃত্যুবরণ করে। এদের মধ্যে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কপালে ভাঁজ ফেলার মতো বিশেষ মৃত্যুবরণ করে। এদের মধ্যে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কপালে ভাঁজ ফেলার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও চিন্তার বিষয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক অধিকর্তা পুনম ক্ষেত্রপাল সিংহের মতে এত মানুষের মৃত্যু সত্ত্বেও জলমগ্ন এলাকার পরিস্থিতি ও মৃত্যু নিয়ে তেমন কোনও আলোচনা নেই। এই বছরেই জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে জলে ডুবে শিশু মৃত্যু একটি ভয়াবহ আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। জাতিসংঘের ১৯৩টি সমস্যার মধ্যে এই সমস্যাটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ বছরের ২৩ জুলাই রবিবারে প্রথম আন্তর্জাতিক জলে ডুবে মৃত্যু বিরোধী দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে সাধারণ পরিষদ। সুজয় রায় জানান, জলে ডুবে মৃত্যু বন্ধ করতে সেই সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যেগুলি হল

জাল বা বেড়া দিয়ে পুকুর ঘিরে দেওয়া সচেতনতা বৃদ্ধি করা। বাচ্চাদের দিকে নজর দেওয়া, অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে বাচ্চাদের আরও কিছুক্ষণ তাদের তত্ত্বাবধানে রাখা এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল একটু বড় হলেই সাঁতার শেখানো।

প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক শেষ হবার পর মোমবাতি মিছিলে যোগ দেয় শিশুদের চোকে মুখে যেন দিন শেষের মায়াবী কমলা আলোর যাদু আভা। সেই গোধূলির উদ্ভাসিত আলোয় শপথ নিল এক নতুন অঙ্গীকার। ভোট দেওয়ার যোগ্যতা না থাকলেও সাথীর মতো অসংখ্য শিশু, কিশোর–কিশোরীর হাত ধরেই আগামী প্রজন্ম স্বপ্ন দেখতে শিখবে। স্বপ্ন গুলো বস্তবায়ন করার পথে এক পা, দু পা করে সাহসী পদক্ষেপ করবে। সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিশ্রুতি পালনে এগিয়ে যাবে নতুন করে। এক বুক সাহস নিয়ে আজ অন্য ধরনের পথ চলা শুরু হল। নরম মোমবাতির আলোয় সেই সব হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট প্রাণের প্রতি স্নেহ আর ভালোবাসা জানাতে গিয়ে অজান্তেই ভিজে উঠল চোখের কোণ। ছোট্ট প্রাণগুলো আগলে রাখার দায়িত্ব ছিল আমাদেরই। আমাদের অপারগতায় ওরা হারিয়ে গেল অকালে। আজকের পর এমন মোম যেন আর কখনও না জ্বালতে হয়। বরং দুহাতের আগলে রাখা যত্নে ছোট প্রাণগুলো সূর্যের মতো আলো ছড়াক। অস্তাচল নয় স্বপ্ন বুনতে থাক উদয়ের পথ।'

বিজেপির নানা কর্মসূচি

কুনাল মালিক : গত ৯ আগস্ট ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক বিজেপি জেলা যুব মোর্চার তত্ত্বাবধানে মশাল র‍্যালি আমতলা সিংহির মোড় জেলা কার্যালয় থেকে সিটিসি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত করা হয়। মিছিলের উদ্দেশ্য টোকিও অলিম্পিকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্রীড়াবিদদের সম্মান জানানো, রাজ্য জুড়ে হিংসা, হত্যা, ভুয়ো ভ্যাকসিন সহ একাধিক বিষয়ে প্রতিবাদ জানানো। র‍্যালির নেতৃত্ব দেন জেলার সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু, সম্পাদক সুব্রত সামন্ত যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক বিলাস মণ্ডল প্রমুখ। ১১ আগস্ট বিশ্ব উষ্ণায়ণের মোকাবিলায় বৃক্ষরোপন পালন করা হয় জেলা কার্যালয়ের সামনে। জেলা সহ সভাপতি

সুফল ঘাঁটু বলেন ১২ আগস্ট বিজেপির মহিলা মোর্চার উদ্যোগে জেলা কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভের উদ্দেশ্য রাজ্য জুড়ে মহিলাদের ওপর নির্যাতন চলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। উপস্থিত ছিলেন জেলার সহ সভানেত্রী কৃষ্ণা বৈদ্য, জেলানেত্রী মুনমুন ভট্টাচার্য রাজ্য মহিলা মোর্চার সদস্যা শর্মিলা মুখার্জী। এছাড়াও সুফল বাবু বলেন ১৩ আগস্ট থেকে জেলা জুড়ে ক্রীড়াবিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানাতে স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও গত ১৫ আগস্ট জেলা বিজেপির মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে আমতলা গ্রামীন হাসপাতালে রোগীদের ফল বিতরণ করা হয়। ওই দিন জেলা কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

টাকা হাতিয়ে চম্পট

প্রথম পাতার পর

প্রতারিত তিন ব্যক্তি ক্যানিংয়ের খাদ্য দফতরের গোডাউনে গিয়ে ভুয়ো আধিকারিকের কোনও খোঁজ না পেয়ে প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরে ক্যানিং থানায় ভুয়ো ওই আধিকারিকের ফোন নম্বর (৭৬০২৩৭৪৮৬৯) ও একটি ছবি দেখিয়ে মৌখিক ভাবে অভিযোগ জানায়। প্রাথমিক ভাবে অভিযোগ পেয়ে ভুয়ো ওই শুল্ক দফতরের আধিকারিকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। প্রতারিত তিন ব্যক্তি সুভাষ নস্কর, শিবপদ নস্কর, বনমালী হালদারদের দাবি আমরা সুন্দরবন এলাকার মানুষ। বিগত দিনে ইয়াস এবং প্রবল বর্ষণে চাষবাস নেই। পরিবারের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য ওই অফিসারের কথায় চাল কিনতে রাজি হয়ে যাই। প্রতারিত হতে হবে বুঝতে পারিনি।'

ক্যানিং রবীন্দ্র মূর্তি সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী অলোক রায়, হাসনারা সেখ'রা জানিয়েছেন আমাদের দোকানে বসে চা, পান, সিগারেট খেয়ে টাকা লেনদেন করছিল ওরা। কিছু বুঝতে পারিনি। পরে ওই তিনজনের কান্নাকাটি শুনে বুঝতে পারি তারা প্রতারিত হয়েছে।

ভুয়ো আইপিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেহেনাই গ্রাম থেকে ১৩ আগস্ট ভুয়ো আইপিএস পরিচয় দেওয়া শর্মিষ্ঠা বেহেরা নামে ওড়িশার যুবতীকে গ্রেপ্তার করেছে পাড়ুই থানার পুলিশ। ভুয়ো ইন্ডিয়ান সার্ভিসের নথি নকল পরিচয়পত্র উদ্ধার করেছে। ১৪ আগস্ট সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। মঙ্গলবার সিউড়ি মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট এজলাসে তোলার সময় শর্মিষ্ঠাকে কটূক্তি জুতো দিয়ে মারধর করার অভিযোগ উঠলো দুই আইনজীবীর বিরুদ্ধে।

'দুয়ারে সরকারে' পদপিষ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোমবার থেকে শুরু হয়েছে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচী। এবার যোগ হয়েছে 'লক্ষীর ভান্ডার' প্রকল্প। প্রথমদিনেই তাল কটলো মুরারই অক্ষয়কুমার ইনস্টিটিউট। ফর্ম তোলার জন্য

ভোর থেকে লাইন দিয়েছিলো সাধারন মানুষজন। গেট খুলতেই শুরু হয় হুড়োহুড়ি পদপিষ্ট হয় পাঁচজন মহিলা। লোহাপুর চারুবালা বালিকা বিদ্যালয়ে গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ে এক মহিলা। লাইনে দাঁড়ানো মানুষজনের বেশিরভাগের মুখে মাস্ক ছিলো না মানা হয় নি সামাজিক দূরত্ব। মঙ্গলবার মুরারইয়ের মতো অপ্রীতিকর ঘটনা জেলার কোথাও ঘটে নি।

'খেলা হবে দিবস'

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ আগস্ট বজবজ ২ নম্বর ব্লকে উদ্‌যাপিত হল 'খেলা হবে দিবস'। মুচিশা ফুটবল মাঠে এদিন নোদাখালী থানার দুটি এবং বজবজ–২ নম্বর ব্লকের দুটি দল ফুটবল টুর্নামেন্টে সহযোগে মাঠ পরিক্রমার পর পায়রা উড়িয়ে খেলা শুরু হয়। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল এসপি (ডিআইবি) বিজয়কৃষ্ণ মণ্ডল, বিডিও নবকুমার দাস, আইসি পার্থসারথী ঘোষ, সভাপতি রীতা

অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত পর্বে বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ট্রাইবেকারে নোদাখালী থানা একাদশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। এদিনে ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে মানুষের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর ছবি দিয়ে মাঠকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। ব্যান্ড মিত্র, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, শিখা রায় প্রমুখ। এই খেলা হবে দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান সফল করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে পুরস্কৃত করা হয়। এদিন ব্লকের ক্লাবগুলোকে দুটি করে বল প্রদান করা হয়।

মাদক সহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার কুলতলি থেকে নিষিদ্ধ তরল মাদক সহ গ্রেপ্তার মুজিবর সরদার নামে এক যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুলতলির থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাতে কুলতলির থানার চাঁদপুর এলাকায় থেকে মুজিবর সরদারকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের কাছ থেকে সাড়ে ৬ লিটার নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার হয়। বুধবার তাকে আলিপুর আদালতে পাঠানো হয়। কুলতলি, রায়দীঘি, জয়নগর, ক্যানিং, গোসাবা,

বাসন্তী, পাথরপ্রতিমা,সাগর সহ সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে এই তরল মাদক বিক্রি করা হতো বলে ধৃতকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে। ধৃতকে জেরা করে পুলিশ এই বেআইনি মাদক কারবারের সাথে আর কে কে যুক্ত ছিলো তাও জানার চেষ্টা করছে।

সম্মান থেকে বঞ্চিত

প্রথম পাতার পর

তাতে বেশ কয়েকজন শিখের মৃত্যু হয়। ১৯৫২ সালে কোমাগাটামারু নামে শহিদ স্মারক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু। কোমাগাটামারুর ঘটনা নিয়ে গণেশ ঘোষ বাংলা ও ইংরাজিতে দুটি বই লেখেন। এমনকি কোমাগাটামারুর ঘটনায় নিহত শিখদের শহিদ স্বীকৃতির ব্যাপারে গণেশবাবুর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরই প্রচেষ্টায় বজবজ স্টেশনের নাম হয় কোমাগাটামারু বজবজ। কোমাগাটামারু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের দিল্লির একজন সদস্য গণেশ ঘোষ। তাঁর বই পাঞ্জাবী ভাষায় অনুবাদ করে কলকাতার বাসিন্দা বচ্চন সিং সরল রাজ্য সরকারের বঙ্গভূষণ সম্মান পান। অথচ গণেশ ঘোষ আজও ব্রাত্য থেকে গেলেন। এই তথ্য গণেশবাবু নিজেই দিয়েছেন।

গণেশবাবু গ্রন্থ রচনা করেছেন 'উজ্জ্বল উদ্ধার' হাজার প্রশ্নে বজবজ, বজবজ পরিচয় এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় 'বরণীয়' ব্যক্তি। এই বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব তথা বর্তমানে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর মুখ্য পরামর্শদাতা আলাপান বন্দ্যোপাধ্যায়। গণেশবাবু জেলা তথা রাজ্যের নানা সামাজিক, মানবিক ও ক্রীড়া সংগঠনের সঙ্গে আজীবন জড়িয়ে আছেন। আজীবন সিভিল ডিফেন্সের ওয়ার্ডেন সম্মানে ভূষিত। আমেরিকার বায়োগ্রাফি সোসাইটি থেকে দুবার ম্যান অব দি ইয়ার সম্মানিত হয়েছেন। খড়্গপুর আইআইটি থেকে স্বর্ণপদক এবং কানাডা ইউনিভার্সিটি থেকে প্লাটিনাম কলম পেয়েছেন। এখন চোখে না দেখতে পেলেও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণায় মগ্ন রয়েছেন। এই ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁর মতো বিশাল মাপের মানুষের সব প্রতিভা তুলে ধরা সম্ভব নয়। অনেক তথ্য অনেক ঘটনা হয়তো লেখা গেল না, তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। এমন একজন গুণী ও কৃতী মানুষকে রাজ্য সরকার যদি জীবদ্দশায় সম্মান জানাতো, জেলার মানুষ হিসাবে আমরা গর্ব অনুভব করতাম।

সংবর্ধিত বিধায়ক ও মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ আগস্ট বাখরাহাট অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হল যথাযোগ্য মর্যাদায়। ওই দিন বিকালে বাখরাহাট কালাচাঁদ দত্ত দাতব্য বিধায়ক হয়েছি আপনাদেরই জন্য। আপনাদের যে কোনও সমস্যার কথা আমাদের বলবেন আমরা তা সমাধান করার চেষ্টা করব। মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীই আমাদের নেত্রী এবং

চিকিৎসালয়ের মাঠে সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর এবং বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তথা পরিবহন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বাখরাহাট অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি এলাকার আইসিডিএস কর্মীরা, ডক্তার সেল, বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও সামাজিক সংগঠন বিধায়ক ও মন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেন। বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর বলেন, আমরা পথ চলার প্রেরণা। আগামী দিনে এলাকার পরিবহন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী কল্যাণ দাস। উদ্যোক্তাদের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সদস্য কাজল দত্ত বলেন, এই ধরনের সংবর্ধনার আয়োজন করতে পেরে আমরা গর্বিত। তিনি সকলকে অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অলোক অধিকারী।

সূচনা হল বিপ্লবী তর্পণের

প্রথম পাতার পর

অন্যান্যদের হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। বিচারের সময়ে সেই লকআপে যে যেখানে বসতেন সেখানে রাখা রয়েছে সেই ৩৭ জন বিপ্লবীর ছবি। ওই বিচারকক্ষে ঢুকলে আজও যেন শোনা যায় সেদিনকার সওয়াল জবাবের অনুরণন। এরই পাশের কক্ষে কাঁচের বাক্সে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে আলিপুর বোমা মামলা সহ অসংখ্য ঐতিহাসিক অরিজিনাল নথি, রিপোর্ট, উদ্ধার হওয়া বোমা, অস্ত্রশস্ত্র সহ একাধিক জিনিস পত্র যা আজও শোনায় সেই অশান্ত সময়ের গল্প। শুধু বিপ্লবীদের পদধূলিতেই ধন্য নয় এই বিচারকক্ষ। এটি এককথায় পবিত্র কারণ, এই আদালত কক্ষেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলন ঘটেছিল অরবিন্দ ঘোষের। এখানেই বিপ্লবী অরবিন্দ থেকে প্রকাশ ঘটেছিল ঋষি অরবিন্দের। এখান থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথমে চন্দননগর ও পরে পণ্ডিচেরি চলে যান তিনি। অথচ এমন এক স্মরণীয় সংগ্রহশালা অবহেলা আর দেশপ্রেমী মানুষের উৎসাহের অভাবে পড়ে রয়েছে প্রচারের আলোর বাইরে। স্বাধীনতার ইতিহাস ধন্য এই সংগ্রহশালার পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণ ছিল রীতিমতো চ্যালেঞ্জের। বহু চিঠি চাপাটির পর শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিচার বিভাগের অনুমোদন পায় পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালার এই পরিকল্পনা। জানালেন আলিপুর জজকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী ও ঐতিহাসিক বিচারকক্ষ দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত বর্তমান কর্ণধার কমল মুখোপাধ্যায়। কমলবাবু আরও জানালেন অনুমোদন পাওয়ার পর সাড়ম্বরে শিলান্যাস অনুষ্ঠানের আয়োজন যখন প্রায় শেষ তখনই রাজ্য প্রশাসনের তরফে কোভিড বিধির কারণ দেখিয়ে অনুষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল করে দেওয়া হয়। খুলে দেওয়া হয় প্যান্ডেল। কিন্তু চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে থেমে যায় নি বিচারবিভাগ। একদিনের মধ্যে ফের আয়োজন সম্পন্ন করে শিলান্যাস করা হয় নতুন সংগ্রহশালার। কমলবাবুর মতো বহু আইনজীবী মনে করেন এই উদ্যোগ স্বাধীনতার ৭৫ বছরে সেরা উপহার। বিপ্লবী শহিদদের আত্মবলিদানের স্মৃতি তর্পণ এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে!

হাওড়ায় দুয়ারে সরকার

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : হাওড়া সাঁতরাগাছি বেতর ৫ নম্বর বড়ো অফিসে বৃহস্পতিবার দুয়ারে সরকার নামে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের পরিষেবা পর্যন্ত মানুষের লম্বা লাইন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে লক্ষ্মী ভান্ডার এর মতো লাভজনক পরিষেবার জন্য মহিলাদের এই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এই

পৌঁছে দিতে ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে দিকে দিকে গ্রাম কিংবা শহরে ইতিমধ্যে এই দুয়ারে সরকার নামে রাজ্যবাসীর জন্য যে উন্নয়ন মুলক লাভজনক পরিষেবা পৌঁছনোর কাজ চলেছে তার সুফল পাবার জন্যই মানুষ ভীড় জমাচ্ছে। এদিন বেতর ৫ নম্বর বড়ো অফিসের সামনে থেকে সাঁতরাগাছি মোড় লাইনে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যাই ছিল বেশি। এ দিন করোনা মহামারির জন্য সরকারি বিধি নিষেধ কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়েই চলল লাইন দিয়ে দুয়ারে সরকার পরিষেবা গ্রহণের জন্য মানুষের অপেক্ষা। অবশ্য প্রশাসনিক ভাবে মাইকে ঘোষণা করে সকলকে দূরত্ববিধি মেনে চলার জন্য আবেদন জানানো নয়।

অবৈধ প্রোমোটিংয়ের

প্রথম পাতার পর

এতে পুরসভা যেমন প্রাপ্য ফি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনই লাভবান হচ্ছে সেই সমস্ত বিল্ডার্স ও ডেভেলপার শ্রেণি। পাশাপাশি বিভিন্ন সম্পত্তি কেনা–বেচার অনিয়মের ক্ষেত্রে রেজিস্টার থেকে শুরু করে পুরকর্মী সকলেই জড়িত বলে অভিযোগ জানান, নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক শাসকদলের বেশ কিছু নিচুতলার কর্মী সমর্থক সহ ডেভেলপারদের জোর জুলজুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা পুর নাগরিক। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা আদালতের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বারাসতের জনৈক আইনজীবী বলেন, 'কোনও সম্পত্তি যখন বিক্রি করা হয়, তখন বিক্রেতার বিক্রি করা সম্পত্তির ঠিকানা বিক্রেতার ঠিকানা হিসেবে দেওয়া থাকে। আর সেটাই আবার হয়ে থাকে ক্রেতার বর্তমান ঠিকানা। রেজিস্ট্রির পর কোনও সমস্যা দেখা দিলে ওই সম্পত্তির ক্রেতাকে তো ওই ঠিকানায় খুঁজে পাওয়া গেলেও, বিক্রেতা থেকে যাবে অধরা। বিশেষ করে সিভিল কেস হলে তো পুলিশও বিক্রেতাকে খোঁজার ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। ফলে এ বিষয়টা অবশ্যই একটা মাথা ব্যাথার কারণ। বিশেষতঃ অবৈধভাবে বিক্রি হয়ে যাওয়া শরিকি সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরও জটিল আকার ধারণ করে।' বারাসত শহরে প্রোমোটিংয়ের বৈধতা ও অবৈধতা প্রসঙ্গে বারাসত পুরসভার পুর প্রশাসক সুনীল মুখোপাধ্যায় তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা দেখে দেবার পর আমরা প্ল্যান পাশ করি। প্রোমোটাররা আমাদের প্রতিশ্রুতি দেন, তারা বলেন, আমরা যদি অবৈধভাবে কিছু করি তাহলে পুরসভা আমাদের যে শাস্তির বিধান দেবে, আমরা তা মেনে নেব। তবে আমাদের তো সেই পরিকাঠামো নেই, যে তারা ঠিকমত কাজ করছেন কি না তা সব জায়গায় গিয়ে দেখা। কারণ বর্তমানে আমার দু'জন ইঞ্জিনীয়ার অবসর গ্রহণের পর সেই জায়গা দুটো খালি হয়ে আছে। তবে কেউ যদি অভিযোগ জানান, তাহলে আমরা তার ভিত্তিতে অ্যাকশন নিই। এবং ইতিপূর্বে অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়েছে, এমনকি কোর্ট কেসও হয়েছে, এমন নজিরও আছে।' প্রসঙ্গত, প্রোমোটাররা যেভাবে বেআইনী পথে একের পর এক বহুতল নির্মাণ করে চলেছেন, পুরসভার নির্ধারিত সামান্য কিছু জরিমানার বিনিময়ে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে কোথাও কোনও বহুতলে অগ্নিকান্ডের মতো ঘটনা ঘটলে, পুরসভার কাছে সঠিক নকশাও মিলবে না ওই বাড়ির। এমনই মন্তব্য স্থানীয় বাসিন্দাদের।

চায়ের ঠেকে সমস্যার সমাধান

প্রথম পাতার পর

কখনও চার দেওয়ালের মধ্যে আবার কখনও বা পাড়ার চায়ের দোকানে – কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেশ অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন সরিষা অঞ্চলের যুব নেতা সামিম আহমেদ। দুয়ারে সরকার কর্মসূচিকে সামনে রেখে গত বেশ কয়েকদিন ধরেই ডায়মন্ড হারবারের ২ নং ব্লকের সরিষা এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে জনগনের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি। গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে চলতে চলতে কথা বলছেন গ্রামবাসীদের সাথে , কখনও এক পলকে দেখে নিচ্ছেন এলাকার বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ। সাথে রয়েছেন ডায়মন্ড হারবার ২ নং ব্লক কিষান সেলের সভাপতি নীতিশ মোদক। বিগত বেশ কয়েক দিন ধরে চলছে এই কর্মসূচি। এই বিষয়ে যুব নেতা সামিম আহমেদ জানান, দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে মানুষের ঘরে পৌঁছতে পেরেছে তৃণমূল সরকার। শুধুমাত্র আড্ডা নয় , চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্পের ফর্ম বিতরণের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসাথী , বিধবা ভাতা , বার্ধক্য ভাতা সহ বিভিন্ন প্রকল্পে আবেদন – একাধিক জনমুখী প্রকল্পের বিষয়ে আমজনতাকে অবহিত করা হচ্ছে। মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে , লক্ষীর ভান্ডারে'র জন্য ইউনিক নম্বর দেওয়া ফর্মই একমাত্র গ্রাহ্য করবে সরকার। কোনও রকম প্রলোভনে পা না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এলাকার মানুষদের। শুধু এখন নয় , আগামী দিনেও ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লকের প্রতিটা অঞ্চলেই সেই কর্মসূচি চলবে। এলাকার বিভিন্ন কর্মসূচিতে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল বেশ নজরকাড়া। লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের এমন সিদ্ধান্তে খুব খুশি এলাকার মহিলারা। গত ১৬ আগস্ট থেকে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের দ্বিতীয় দফার শিবির শুরু হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। যাঁরা এখনও স্বাস্থ্যসাথী কার্ড সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাননি, তাঁদের কথা ভেবেই ফের চালু দুয়ারে সরকার প্রকল্প। দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকে মোট ১৮টি প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন সাধারণ মানুষ, নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের আগে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি চালু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। আমজনতার মধ্যে ব্যাপক ছাপ ফেলা এই কর্মসূচি পুরো হিট – তা ভোটের ফলাফলেই একপ্রকার স্পষ্ট। তাই নিবি। জনসংযোগ বজায় রাখতে যে তৃণমূল নেতৃত্বের এমন পদক্ষেপ তা বলাই যায়।

লেন্স বার্তা

গড়িয়ার কাছে চলছে খাল সংরক্ষণের কাজ

অনেকটা পথ চলা বাকি, বাটা স্টেশনের কাছে ছবি : অভিজিৎ কর

তিনি চোখে দেখতে পান না। লাঠিটাই সম্বল কিন্তু ব্যাগ ভর্তি জানা অজানার বার্তা বয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেন চিঠির মাধ্যমে। হ্যাঁ ২৭ বছর ধরে হুগলির ত্রিবেণীর নারায়ণ দাস পোস্ট অফিসের পিওন হিসাবে কাজ করে চলেছেন। রোজ প্রায় ৩০/৩২টা চিঠি এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে ঘুরে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেন। সারা কলকাতাই যেন তাঁর নখদর্পণে শুধু বিধাতা তাঁকে চোখের আলোটুকুই দেননি। শুধু চিঠির পৌঁছনোর ঠিকানাটা রাস্তার কাউকে দেখিয়ে একটু সাহায্য নেন। এমন এক সাহসী দৃঢ় রাণারকে কুর্নিশ।

কুর্নিশ জানাই অনুব্রতীদের

বরুণ মণ্ডল ঃ পৃথিবীতে অসুখ নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় পৃথিবীতে চিকিৎসকদের যেমন প্রয়োজন পড়বে, তেমনই ভীষণ ভাবে প্রয়োজন পড়বে নার্সদেরও। প্রথমেই বলে রাখা ভালো, অন্য পেশার থেকে নার্সিং পেশা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এই পেশাকে কেবল একটা চাকরি ভাবলে চলবে না। নার্স হতে গেলে প্রথমেই ধৈর্য্যশীল, মানবিক, শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। আসলে, চিকিৎসকদের অনুপস্থিতিতে নার্সরাই রোগীর নিকট হয়ে ওঠেন এক একজন চিকিৎসক। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে, একজন দক্ষ নার্সের জন্য কোনও রোগীর জীবন বেঁচে গেছে। আর কোভিড নাইন্টিন পর্বে তো নার্সদের ভূমিকা কতটা জরুরি তা আরও ভালোভাবে বোঝা গিয়েছে। এসব দিক বিচার করে, বর্তমানে নার্সিং পড়ার আগ্রহ অনেকটা বেড়েছে। বর্তমানে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও এখন নার্সিং পড়ানো হচ্ছে। তবে মনে রাখতে হবে যেখানেই পড়তে যাও না কেন, ওই নির্দিষ্ট নার্সিং প্রতিষ্ঠানটি যেন সরকারি 'স্টেট নার্সিং কাউন্সিল' এবং 'ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল ইউনিভার্সিটি'র অনুমোদন থাকে।

নার্সিংয়ের বিভিন্ন কোর্স আছে – (১) এএনএমআর (অক্সিলারি নার্সিং মিডয়াইফ রিভাইসড) : মাধ্যমিক পাশের পর আবেদন করা যায়। (২) জিএনএম

(জেনারেল নার্সিং মিডয়াইফ) : এই কোর্সের জন্য যে কোনও, বিভাগের উচ্চমাধ্যমিক পাশ করতে হবে। রাজ্য সরকারের অধীনস্থ এটি তিন বছরের কোর্স। (৩) বিএসসি নার্সিং : স্নাতকস্তরের কোর্স। বিএসসি নার্সিংয়ের জন্য বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাস করতে হবে। সেখানে অবশ্যই করে যেন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, ইংরেজি থাকে। বর্তমানে প্রতিটি কোর্সে ভর্তি হওয়া মোটেও সহজ ব্যাপার নয়। গত বছর থেকে ডাক্তারির মতো প্রত্যেকটি কোর্সে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হতে হয়। তাই জয়েন্টের রেজাল্ট অনুযায়ী প্রথমে কাউন্সেলিংয়ে কলেজ পছন্দ করার জন্য ছাত্রীদের সময় দেওয়া হয়। তারপর জয়েন্টের র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী ছাত্রীরা কোন কলেজে পড়তে পারবে তার একটি তালিকা বেরোয়। সরকারি কলেজের সমস্ত আসন পূরণ হয়ে গেলে, ছাত্রীরা বেসরকারি কলেজের জন্য আবেদন জানাতে পারে। কলেজ বাছাইয়ের পরে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের তরফে অ্যাডমিশন লেটার দেওয়া হয়। ছাত্রীদের সার্টিফিকেট যাচাই করে সেই নির্দিষ্ট কলেজে অনলাইনে ভর্তি সম্পন্ন হয়। কয়েক রাউন্ড কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে সমগ্র ভর্তির প্রক্রিয়াটি চলে। নার্সিং পাস করার পর প্র্যাকটিসের জন্য 'ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে' ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হয়। সেই আবেদন মাফিক ছাত্রীদের লাইসেন্স দেওয়া হয়। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে'র অনুমোদিত লাইসেন্স প্রাপ্ত হলে 'হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে'র দেওয়া বিজ্ঞাপন অনুযায়ী 'স্টাফ নার্স' পদের জন্য আবেদন জানানো যায়। সরকারি বা বেসরকারি যে কোনও কলেজ থেকে পাশ করলে আবেদন করা যায়। মেরিট লিস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে চাকরিতে নিয়োগ হয়। তবে যে রাজ্য থেকে পাশ করবে, সেই রাজ্যের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয় বলে, অন্য কোনও রাজ্যে ওই রেজিস্ট্রেশনের ভিত্তিতে চাকরি পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে ওই রেজিস্ট্রেশন সারেন্ডার করে পছন্দমাফিক রাজ্য থেকে রেসিপ্রোকাল রেজিস্ট্রেশন' নিলে সমস্য থাকবে না।

তবে এমএসসি পাস করে গেলে হাসপাতালে নার্সিং সার্ভিস অথবা নার্সিং স্কুল, কলেজে শিক্ষিকা হিসাবে কাজে যোগ দিতে পারে। নার্সিংয়ে স্নাতক হয়ে অন্য সরকারি চাকরিতেও যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। জিএনএম-এর ডিপ্লোমা কোর্স করে এন্ট্রান্স দিয়ে ডিগ্রি কোর্স করারও সুযোগ রয়েছে। নার্সিং-এর পোস্টিংও দু'রকমের হয়। সার্ভিস এবং টিচিং উভয় ক্ষেত্রেই যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির সুযোগ রয়েছে। একজন নার্স নার্সিং স্টাফ হিসাবেও কাজ করতে পারেন, আবার ন্যূনতম বিএসসি পাশ করলে কলেজের ইনস্ট্রাক্টর হিসাবেও যোগ দিতে পারে। আবার সার্ভিসে থাকলে স্টাফ নার্স, ওয়ার্ড সিস্টার, ডেপুটি নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট, নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইত্যাদি পদে কাজ করতে পারে। কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ক্লিনিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর, লেকচারার, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, প্রফেসর, প্রিন্সিপাল --- এইপদগুলি প্রোমোশন পেয়ে বা সরাসরি পেতে পারে। মনে রাখবে নার্সিং পাশ করার পর কারও প্র্যাকটিসের লাইসেন্স থাকলে বিশ্বের যে কোনও জায়গায় নার্সের কাজ পাওয়া যেতে পারে।

শ্রদ্ধাবিহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ আগস্ট ধুমধাম করে পালিত হল ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস। রেড রোডে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা গানে নৃত্যে মুখরিত সারা বাংলা। রেড রোডের অদূরে

বেড়াচ্ছে জ্বালাময়ী বন্দেমাতরমের গান নৃত্য পরিবেশন হচ্ছে এই গানেই পতাকা তোলার সময় বাজছে এই ধুন, বক্তৃতার শেষে বন্দেমাতরম, জয় হিন্দের ধ্বনি। তখন গঙ্গার ধারে বন্দেমাতরমের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিশাল মূর্তিতে একটাও ফুল বা শ্রদ্ধার দেখা নেই। আলিপুর বার্তা বেড়িয়েছিল এই সব মূর্তিতেই মাল্যদানের জন্য কিন্তু দরজাটাও খোলা পায়নি। তাই দরজাতে মালা দিয়ে ভারত মাতার নির্মাতা ঋষিকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়েছে। তাঁর জন্মদিন বা মৃত্যুদিনে সুসজ্জিত হয়ে ওঠেন ঋষি কিন্তু কোথাও যেন একটা বেদনা বার বার ছুঁয়ে যাচ্ছে যে, ১৫ আগস্ট কি অন্যান্য এইসব বাংলার গর্বদের শ্রদ্ধা জানানো যায় না। এঁনারা না থাকলে আজকে হয়তো এই ভারতবর্ষকে আমরা পেতাম না। একই অবস্থা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের যদিও মূর্তিতে মাল্যদান করা গিয়েছে দরজা খোলা থাকার জন্য। সরকারের কাছে এটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যাতে এই দিনটিতে সুভাষচন্দ্র বোসের মূর্তি বা কিছু দূরের গান্ধিজির মূর্তি ফুলে ফুলে সুসজ্জিত। সত্যিই তো এঁনাদের ত্যাগ তিতিক্ষা আমাদের ভোলবার নয়। বন্দেমাতরম ধ্বনিতে যখন সারা ভারতবর্ষ আবেগতাড়িত সকলের ফেসবুকের জানলায় বা অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে ঘুরে অন্তত যে কজন ভারতের বীর সন্তানের মূর্তি আমরা স্থাপন করেছি সেগুলিতে কিছুটা হলেও সাজিয়ে শ্রদ্ধা অর্পণের ব্যবস্থা হোক দ্বারা খুলে দেওয়া হোক যাতে অন্যরাও শ্রদ্ধা জানাতে পারে। আশা করা যায় আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসীর এটাই প্রাণের বক্তব্য হবে।

অন্ধ্রপ্রদেশ শিল্প ও ব্যবসায়ে তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছে বলে দাবি করেন ওই রাজ্যের শিল্প বিষয়ক তথা অন্ধ্রপ্রদেশ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান আইএএস জে ভি এন সুব্রামনিয়ম। তিনি আরও বলেন তাদের রাজ্য তথ্য প্রযুক্তি থেকে শুরু করে বস্ত্র, প্রতিরক্ষা, রাসায়নিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। মার্চেন্ট চেম্বার অফ কর্মার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ব্যবসায়ীদের নিয়ে ডাকা এক সম্মেলনে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের। তিনি বলেন, শিল্পের জন্য জল থেকে শুরু করে পরিকাঠামো পুরোপুরি তৈরি আছে সরকারি সব ছাড়পত্র নিয়ে ব্যবসায়ীদের শুধু পৌঁছনোর অপেক্ষায়। ব্যবসায়ীদের সেখানে গিয়ে জমিজমার পিছনে সময় নষ্ট করতে হবে না। ওই রাজ্যের শিল্প বিষয়ক উপদেষ্টা জি ভি গিরি বলেন, তাদের রাজ্য জিডিপিতে ১১ শতাংশে সামিল হয়। তাদের রয়েছে নির্দিষ্ট শিল্প হাব। তারা দাবি করে সব দিক থেকে পরিকাঠামোয় এগিয়ে তারা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন এমসিসিআইয়ের সভাপতি আকাশ শাহ ও এমসিসিআইয়ের শিল্প বিষয়ক চেয়ারম্যান অনিরুদ্ধ ঝুনঝুনওয়ালা। ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

বিবেক নিকেতনে স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ আগস্ট সকালে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির পতাকা বেদীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন গার্ডেনরিচ রোটারি ক্লাবের সভাপতি অমিতাভ গাঙ্গুলি এবং সমিতির পতাকা তোলেন সভাপতি কল্লোল গুহ ঠাকুরতা। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রাক্তন পুলিশকর্তা অরিন্দম আচার্য্য ও রোটারি ক্লাবের সম্মানীয় সদস্যগণ। এছাড়াও অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী সুদীপ দে। সমিতির আবাসিক বালক, বৃদ্ধ ও কর্মীসহ স্বামীজি ও নেতাজির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অপর্ণ করেন সম্পাদক প্রণব গুহ, সদস্যা বাসবী চ্যাটার্জী, সদস্য সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, সুধীর নন্দী, প্রাণকৃষ্ণ প্রামাণিক প্রমুখ। পতাকা উত্তোলন পর্বের পরে রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বৃক্ষরোপণ উৎসবে বিবেক নিকেতনের মাটিতে বৃক্ষরোপণ করেন বিশিষ্টজনেরা। সবশেষে সমাজসেবার নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক অনাড়ম্বর আলোচনা পর্ব। সমগ্র অনুষ্ঠানে পালিত হয় কোভিড বিধি।

নিকাশির ক্রমোন্নতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার বরো –১৬ – র অন্তর্ভুক্ত ১২৩ – ১২৬ এবং ১৪২ – ১৪৪ নম্বর এই মোট সাতটি ওয়ার্ড এলাকায় কলকাতা এনভায়রনমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্টে'র (কেইআইআইপি) কাজ বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা জন্য ১৭ আগস্ট কেন্দ্রীয় পুরভবনে কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম কেইআইআইপি-র ওই বরোর প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে বসেন। ওই বৈঠকে স্থির হয়, আগামী শারদোৎসবের পর থেকেই কলকাতা পুরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত ও কলকাতার চতুর্পাশের নিকাশি খালগুলির সংস্কারের দীর্ঘদিনের পলি তোলার কাজ শুরু হবে। ওই বৈঠকে রাজ্যের সেচ দফতরের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

৭৫০০ বর্গফুটের পতাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ৭ হাজার ৫০০ বর্গফুটের একটি ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে উত্তোলন করেন। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের ইন্ডিয়া ট্যুরিজম দপ্তর এবং দার্জিলিং-এর হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট । এই উপলক্ষ্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল চত্বরে ৭৫০ টি চারাগাছ রোপণ করা হয়। রাজ্যপালকে সিআইএসএফ-এর জওয়ানরা কুচকাওয়াজে অভিবাদন জানান। এই অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর ব্যান্ড বাদনের মাধ্যমে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় সকাল ৯ টা ৩০ মিনিটে।

এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কিউরেটর ও সচিব ডঃ জয়ন্ত সেনগুপ্ত জানান, স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উপলক্ষ্যে ৭ হাজার ৫০০ বর্গফুটের এই জাতীয় পতাকাটি উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের পূর্বাঞ্চলীয় নির্দেশক সাগ্নিক চৌধুরী বলেন, দেশের অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যে ৭ হাজার ৫০০ বর্গফুটের জাতীয় পতাকাটি উত্তোলন করেন, সেটি গত ২৫ এপ্রিল হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের আধিকারিকরা সিকিমের রেনক পর্বত চূড়ায় উত্তোলন করেছিলেন। যার উচ্চতা ১৬ হাজার ৫শো ফুট। এরপর সেই পতাকা দার্জিলিং-এ নিয়ে আসা হয়। ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের চত্বরেও সেটি আবারও উত্তোলিত হয়। পরিশেষে পর্যটন দপ্তরের সহযোগিতায় এই বিশাল পতাকাটি সিটি অফ জয় কলকাতায় এসেছে। রাজ্যপাল এই পতাকাটি জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। পাহাড়ের কোলে থাকা হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ গ্রুপ ক্যাপ্টেন জয় কিষাণ জানান, দার্জিলিং তাঁদের প্রতিষ্ঠান শৌর্য, শান্তি ও সমৃদ্ধির বার্তা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়।

বিপ্লবীদের কুর্নিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলিপুর কোর্টের যেই ঘরে বিপ্লবীদের বিচার হতো সেই ঘরে অরবিন্দ মিউজিয়াম হিসেবে সব নথি এবং বিপ্লবীদের থেকে পাওয়া জিনিসগুলি প্রদর্শন করা রয়েছে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস এর সাথে সাথে ঋষি অরবিন্দ ঘোষের জন্মদিন সেই উপলক্ষে আলিপুর কোর্টের এই ঘরটিতেই সকল বিপ্লবীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন চেতলা হিন্দ সংঘের দুই সদস্য অভ্র নাথ পাল ও শ্রীদীপ রায় এবং সংঘের অন্যতম উপদেষ্টা হাইকোর্টের উকিল তথা এই সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কমল বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও এদিন সংঘ প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন করেন এলাকার এক প্রবীণা মালা মুখার্জি, সংঘের পতাকা উত্তোলন করেন সহ-সভাপতি সমীর দে, সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করেন সংঘের যুব সভাপতি শুভম দে, স্বামীজির ছবিতে মাল্য দান করেন সংঘের সামাজিক কর্ম বিভাগের প্রধান সেখ সেলিম এছাড়াও ক্ষুদেরাও সকলে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান। ছাড়াও সদস্যরা মিলে নতুন জীবন নামক এক সংস্থার সাথে হাত মিলিয়ে রেডলাইট এলাকা শিশুদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে তপন থিয়েটারে। এই নতুন জীবন সংস্থাটি প্রথম শুরু করেন প্রয়াত অরূপ সেনগুপ্ত। বর্তমানে ঝুমকি অধিকারী, শুভাঙ্গী অধিকারী এবং বরুণ ব্যানার্জীর তত্ত্বাবধানে সমাজের চোখে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার কারিগর হিসাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সংস্থার সাথে হাত মিলিয়েছেন বহু যুবক-যুবতী। যারা এই সব শিশুদের সাংস্কৃতিক ভাবনার বিকাশের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মঞ্চে তুলে ধরছেন। স্বপ্ন দেখাচ্ছেন এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে নতুন জীবন দান করছেন।

এনডিআরএফ-এর কলকাতার প্রধান কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। পতাকা উত্তোলন করেন এনডিআরএফ-এর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নের প্রধান গুরমিন্দর সিং। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে সম্মান জানান যাঁরা ঝড় জল বৃষ্টি বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নেমে পড়েন অন্যদের বাঁচাতে। এছাড়াও তারা ছোটদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন এবং ইউনিট রোগীদের ফল প্রদান করেন। 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' পালন করেন তাঁরা। ছোটদের এবং যুবদের নিয়ে ছিল রচনা প্রতিযোগিতা, যোগা প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতা। শেষ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে।

এই করোনা মহামারি থেকে যাঁরা আমাদের বাঁচিয়ে তুলেছেন তার প্রথম সারিতে রয়েছেন ডাক্তাররা। তাই ১৫ আগস্ট এম আর ফিজিও ও রিহ্যাব ইউনিটের এবং থিয়ো ডায়গনিস্টিক ও পলিক্লিনিকের পক্ষ থেকে ডাক্তারদের এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এই দুই সংস্থার ডিরেক্টর ডাঃ মৃণাল কুণ্ডু এবং সুমন ঘোষ (যথাক্রমে)। এছাড়াও বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা দীপঙ্কর সরকার, অর্জুন দাশগুপ্ত, অরুণাভ লালা, অনিন্দ ব্যানার্জী, কে ডি বক্সী, জি বি দত্ত, মাধব চন্দ্র দাস প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন। ছবি : উৎপল কুমার রায়

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com